ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৬৫৮
আগরতলা,২৬ অক্টোবর,২০১৮

নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক
রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে এফ সি আই
ডিসেম্বর মাস থেকে ধান কেনার উদ্যোগ নেবে

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নয়াদিল্লি সফরকালে আজ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী পাসোয়ান মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বলেন, রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকেই ত্রিপুরার জন্য ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া ধান কিনবে। তিনি জানান, ধান কেনা হবে নতুন ঘোষিত ন্যূনতম সহায়কমূল্যেই। তাতে রাজ্যের লক্ষাধিক কৃষক উপকৃত হবেন। এবছরের শেষে ডিসেম্বর মাস থেকেই ধান কেনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন কেন্দ্রীয় রেল এবং কয়লা মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সাথেও বৈঠক করেন। বৈঠকে রাজ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করা এবং রাজ্যে কয়লার লিংকেজেস বাড়ানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী কর্ণেল রাজ্যবর্ধন রাঠোরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে 'খেলো ত্রিপুরা' প্রকল্পে ত্রিপুরায় খেলাধূলার উন্নয়নে রাজ্য সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবহিত করেন। আগামী মাসে ত্রিপুরায় অনুষ্ঠেয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল যুব উৎসব ২০১৮-র প্রস্তুতি সম্পর্কেও মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়ামন্ত্রীকে অবহিত করেন। শ্রী রাঠোর রাজ্য সরকারের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে ত্রিপুরার খেলাধূলার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সব ধরণের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চল যুব উৎসবের প্রস্তুতির কাজেও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ, হাইওয়ে এবং জাহাজ মন্ত্রকের মন্ত্রী নীতিন গড়করির সাথেও আজ বৈঠক করেন। বৈঠকে ত্রিপুরার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি জানান, এন এইচ ৪৪-'এ' (মনু-সিংলুম) এবং এন এইচ ২০৮ (কৈলাসহর-তেলিয়ামুড়া) প্রকল্পের ডি পি আর গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি রুপায়ণে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও শ্রী গড়করি জানান। এন এইচ ১০৮-'বি'-এর এলাইনমেন্টের প্রস্তাবও বৈঠকে আলোচনার পর গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী গড়করি মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বলেন, ত্রিপুরায় জাতীয় সড়কগুলি সারাইয়ের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। এন এইচ আই ডি সি এল-এর সহযোগিতা নিয়ে রাজ্যের পূর্ত দপ্তর এই কাজ করবে। গোমতী নদী এবং মেঘনা নদীর মধ্যে জলপথ চালু করার জন্য ৩৫ কিলোমিটার পলি সরানোর কাজ শুরু করা হবে। এই সিদ্ধান্ত ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্ব ভারতের নতুন গেইটওয়ে তৈরির কাজকে উদ্দীপ্ত করবে।

***২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী ন্যাশনাল প্রজেক্ট কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন (এন পি সি সি)-এর চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনোহর কুমারের সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সীমান্তে বিশেষ করে ত্রিপুরার ইস্টার্ন সেক্টরে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। তিনি বিষয়টি মিশন মুডে নেওয়ার জন্য এন পি সি সি-র সি এম ডি-কে বলেছেন। এন পি সি সি-র সি এম ডি-ও এই কাজটি মিশন মুডে নেওয়া হবে এবং খুব দ্রুততার সাথে তা শেষ করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এছাড়াও সড়ক নির্মাণের কাজ এবং ত্রিপুরার কিছু অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ করার বিষয়ে এন বি সি সি লিমিটেডের আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে এন বি সি সি-র আধিকারিকদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন সংস্থার চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. অনুপ কুমার মিত্তল। মুখ্যমন্ত্রী ধীর গতিতে কাজ চলার বিষয়টি প্রতিনিধিদলের সামনে উত্থাপন করেন এবং রাজ্যে তাদের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য বলেন। যে সমস্ত প্রকল্প হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচ ই সি এল) আগে করেছে এবং তা এখন এন বি সি সি হাতে নিয়েছে তা নিয়েও বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়। রাজ্যের সড়ক এবং সীমান্তে বেড়া দেওয়ার কাজ দ্রুত শেষ করা হবে বলে ড. মিত্তল বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন। ড. মিত্তল আরও জানান, এর আগে এইচ ই সি এল-কে দেওয়া হয়েছিলো এরকম বকেয়া পড়ে থাকা ৫০ শতাংশেরও বেশি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং ২০১৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই এগুলির নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি ত্রিপুরায় বিশ্বমানের পরিকাঠামো নির্মাণে এন বি সি সি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখবে বলেও মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। রাজ্যের সর্বত্র উপযুক্ত বেনিফিসিয়ারিরা যাতে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় রান্নার গ্যাসের সংযোগ পেতে পারেন সেজন্য গ্যাস সংযোগ দেওয়ার কাজ দ্রুত শেষ করতে মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের বলেছেন। এই প্রকল্প যথাযথ বাস্তবায়িত হলে ত্রিপুরায় নারী শক্তি অনেক বেশি উপকৃত হবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন। এখানে উল্লেখ্য, বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইতিমধ্যেই ত্রিপুরায় দেড় লক্ষ গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

*****